আজ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী



কাজী নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

আজ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলা সাহিত্যের এই বিদ্রোহী কবি।

দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা নজরুলের গান গেয়ে রাজপথে নেমেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নজরুল সবার অনুপ্রেরণা।

তিনি বলেন, সমাজের বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নজরুল ছিলেন সোচ্চার। সব ধরনের বাধা ও ভয় উপেক্ষা করে তিনি বিপ্লব ও দ্রোহের কথা বলেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ দেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে নজরুল মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

নানা আয়োজনে মৃত্যুবার্ষিকী পালন

জাতীয় কবির ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দুই দিনব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে এ আয়োজনের উদ্বোধন হবে। আগামীকাল একই সময়ে জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

‘আমারে দেব না ভুলিতে...’ শীর্ষক এ আয়োজনে নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা ছাড়াও সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান থাকবে।

এদিকে নজরুল একাডেমি তিন দিনব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আজ সকাল ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসংলগ্ন কবির সমাধিতে ফাতেহা পাঠ ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হবে। বাদ জোহর সমাধিসংলগ্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে মিলাদ মাহফিল।

২৮ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টায় মগবাজারের বেলালাবাদ কলোনিতে নজরুল একাডেমির ‘কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে’ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ২৯ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টায় একই স্থানে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিন দিনের আয়োজন শেষ হবে।